২৮-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকা উচিত নয় কারণ তোমরা হলে সবার কল্যাণকারী, বিদ্বেষ ভাব যে রাখবে তাকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ বলা হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ স্মৃতি সর্বদা বুদ্ধিতে থাকলে নির্ভয় হতে পারবে ?

উত্তর :- সদা যেন স্মৃতিতে থাকে আমরা সত্য খণ্ডের মালিক দেবী-দেবতা হতে চলেছি, শরীরকে কেউ মারতে পারে কিন্তু আত্মাকে কেউ মারতে পারেনা। শরীর গুলি বিদ্ধ হয়। আমি আত্মা যাই বাবার কাছে, আমার কিসের ভয়। আমরা বসে আছি, ছাদ ভেঙ্গে পড়ল, আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। এমন নির্ভয় হতে হবে ।

গীত : - মাতা ও মাতা .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জগৎ অম্বার মহিমা শুনল। এখন মানুষ তো শুধুই গান করে জগৎ অম্বার মেলাও আয়োজিত হয়। এ হল সঙ্গম। বাচ্চাদের পিতার সঙ্গে মিলন মেলা। পিতা আছেন তো মাতাও আছেন নিশ্চয়ই। ভারতে জগৎ অম্বার জীবন কাহিনী কেউ জানেনা। জগতের রচনা করেন যিনি অর্থাৎ জগৎ অম্বা। জগৎ অম্বার মন্দিরও আছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, যাঁর স্মারক চিহ্ন তৈরি হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গমে এসেছিলেন। তাঁকেই বলা হয় জগৎ অম্বা। জগৎ পিতা, প্রজাপিতাও আছেন তাইনা !

এই বেহদের ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত কি এবং মুখ্য অ্যাক্টর্স কারা - সেসব কারো জানা নেই। হিরো - হিরোইনরাও অ্যাক্টর । শুধুমাত্র দু'জন হবেনা। অবশ্যই তাদের সেনা হবে। জগৎ অম্বারও সেনা হবে। তাদের শক্তিও বলা হয়। শক্তি সেনা নাম বিখ্যাত আছে। শক্তি আসে কোথা থেকে ? অবশ্যই সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শক্তি প্রাপ্ত করেছে - এই কথা তো সবাই স্বীকার করে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। ওঁনাকে সত্য শ্রী অকাল বলা হয়। অকালী যারা হয় তারা নিরাকারকে বিশ্বাস করে। শিখ গ্রন্থী গুরুনানক-কে বিশ্বাস করে। বলে গুরুনানক হলেন দেব। ওঁনার যে বংশধর হয় তাদের ১০ বাদশাহের নামও ভিন্ন। কারো সিং, কারো দাস, কারো নাম চন্দ হবে। সবার নাম আলাদা আর অকালী যারা হবে তারা অকালমূর্ত কে বিশ্বাস করে। সত্য শ্রী অকাল - এইটি কার মহিমা করা হয়েছে ? পরমপিতা পরমাত্মার। তাহলে প্রমাণ হল যে সত্য হলেন কেবল একমাত্র শ্রী শ্রী অকালমূর্ত পরমাত্মা। তোমরা বলতে পারো সত্য শ্রী অকাল। তোমরা ওঁনাকে জানো। তারা শুধু শব্দ বলে, অর্থ কিছুই জানেনা। তোমরা তো জানো সত্য শ্রী অকাল কে। তাঁর বায়োগ্রাফিকে তোমরা জানো। বিচার সাগর মন্থন বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। উনি মাতাদের জ্ঞানের কলস দিয়েছেন। ইনি হলেন বড় মাম্মা আর তোমরা মাতারা হলে বহু সংখ্যায় । জগৎ অম্বার অনেক কন্যা ও পুত্র সন্তান আছে। ইনি হলেন জগৎ অম্বা তাহলে পিতাও আছেন নিশ্চয়ই। তোমরা জানো জগৎ অম্বা কে, কাঁর সন্তান ? তিনি হলেন মানুষ, ৮-১০ টি ভুজা তো নেই। এতগুলি ভুজা কেন প্রদান করা হয়েছে - সেসব কারো জানা নেই। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন তিনি সত্য পরমাত্মা। বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয়েছে - পরমপিতা পরমাত্মা যাঁকে আমরা রূপ-বসন্ত বলে থাকি, রূপও তিনি বসন্তও তিনি, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এত সূক্ষ্ম

স্টার অথচ তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আশ্চর্য তাইনা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - বাবা হলেন বিন্দু রূপ, ওঁনার মধ্যে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। ভক্তি মার্গে ভক্তদের ভাবনা পূর্ণ করেন । এই সব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। যে সময় যার যেরকম ভাবনা সবকিছুই ড্রামাতে প্রথম থেকে নির্দিষ্ট আছে। তোমাদের এই পড়াশোনাও ড্রামা তে ফিক্স আছে, যা রিপিট হচ্ছে। বুঝবার কথা তাইনা। তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো - উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান সবাই বলে। তিনি হলেন নিরাকার, নির্ভয়, নির্বের অর্থাৎ বিদ্বেষহীন ... ওঁনার কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নেই। তোমাদেরও কারো সঙ্গে বিদ্বেষ নেই। তোমরা হলে সকলের কল্যাণকারী। যদি কারো বিদ্বেষ ভাব আছে তাহলে তাদের হাফ কাস্ট বলা হবে। আধা শূদ্র, আধা ব্রাহ্মণ। এই বিকারের খাদ সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেলে তবেই সত্য ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখন তো হল আধা-আধা। কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার ভরা আছে, সেসব আগে বেরোবে । এখন তোমাদের না দেবতা, না শূদ্র, মধ্যিখানের ব্রাহ্মণ বলা হবে। তাও সম্পূর্ণ হও নি। জগৎ অম্বা কে দেবতা বলা হবেনা। জগৎ অম্বা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তখন দেবতায় পরিণত হন। এখন হলেন ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার কন্যা সন্তান সরস্বতী। কিন্তু এইসব কেউ জানে না। ব্রহ্মা কবে আসেন যে মুখ বংশাবলী রচনা করেন ? একেই শিব শক্তি সেনা বলা হয়। সুতরাং তোমরা জানো তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা পরম পিতা, পরমধাম নিবাসী। তারপর সূক্ষ্ম বতনে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গের থাকার জন্যে যুগল স্বরূপে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুকে সম্পূর্ণ যুগল দেখানো হয়েছে। এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত। মানুষ বলবে আমরা হলাম অ্যাক্টর । তাই মানুষকে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান হলেন কে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর কে ? তাহলে কি ৮,১০,১০০ ভুজাধারী আরও কেউ আছে ? না, এইসব চিত্র হল বেকার। ব্রহ্মার ১০০-টি ভুজা দেখানো হয়েছে। এখন ইনি তো হলেন প্রজাপিতা, ১০০ ভুজার কোনো কথা নেই। এইসব হল ভুল। বাস্তবে তাহলে ঠিক কি , সেও বুঝতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান যিনি পরম ধামে থাকেন , তিনি হলেন স্টার। বিষ্ণুকেও চারটি ভুজা দেখানো হয়েছে - দুটি ভুজা লক্ষ্মীর, দুটি ভুজা নারায়ণের। যেমন রাবণের দশটি মাথা দেখানো হয়েছে , ৫-টি বিকার স্ত্রী-র এবং ৫-টি পুরুষের। সর্ব প্রথমে মুখ্য বিকার হল দেহ-অভিমান। তারপরে অন্য বিকার নম্বর অনুযায়ী আসে। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা হলেন অব্যক্ত। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে চাই তাইনা। ইনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান তখন সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা হয়ে যান। তোমরাও ফরিস্তা হয়ে যাও। সেখানে তোমাদের হাড় মাংসের শরীর থাকেনা। তাদের ফরিস্তা বলা হয়। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা এখানে আছেন। তারপরে বিষ্ণু দুই রূপ নিয়ে পালনা করবেন। শঙ্কর থাকেন সূক্ষ্ম বতনে। এইসব হল বুঝবার কথা। এত দূরদৃষ্টি বুদ্ধি কারো নেই। তোমাদের বুদ্ধি একেবারে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন পর্যন্ত চলে গেছে। সূক্ষ্মবতন এখন রচনা হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচনা হয়েছে, ততদূর আসা যাওয়া করা যায়। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তারপরে এই মনুষ্য সৃষ্টির দেবী-দেবতারা। বাকি ৮ -১০ ভুজাধারী চন্ডিকা দেবী ইত্যাদি তো হয়না। এত সব চিত্র কোথা থেকে এসেছে ? তোমাদের কাছে কোনো অস্ত্র শস্ত্র থাকেনা। এইসব হিংসা পূর্ণ অস্ত্র বসে তৈরি করা হয়েছে। দেবতা হলেন ডবল অহিংসক। সূক্ষ্ম বতনে কোনো অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি হয়না। চিত্রে কত অস্ত্র দেখানো হয়েছে। একেই বলা হয় পুতুলের পূজা। কেউ অক্যুপেশান জানেনা। বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন রচনা করেন। অর্থাৎ তিনি জ্যেষ্ঠ হলেন তাইনা। তোমরা হলে ওঁনার সন্তান পৌত্র পৌত্রী। যারা বুঝতে পারে তারা বোঝে কিন্তু এই কথা বোঝেনা যে সবার মৃত্যু হবে। এখনও কত মৃত্যু হয়। খবরের কাগজে দেখানো হয়না, তাহলে বদনাম হয়ে যাবে। ক্ষুধায় মৃত্যু হয়। খুব কষ্টে এক বেলার দুটো রুটি জোটে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছ সত্যযুগে থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব।

দুই ভুজা ধারী মনুষ্য। বাকি সত্যযুগে ৮ - ১০ ভুজাধারী দেবী হয়না। সেকেন্ড নম্বরে আছেন রাম - সীতা। তাঁরাও এখানে রাজ যোগের দ্বারা পদ প্রাপ্ত করছেন। বুঝবার জন্যে কথাটা কত সহজ। বাবা বলেন তোমরা অনেক বেদ-শাস্ত্র পড়েছ, এখন তোমরা আমার কাছে শোনো আর জাজ করো - আমি তোমাদের সত্য শোনাই নাকি তারা সত্য শোনায় ? যদি তারা সত্য শোনায় তবে তোমরা সত্য নারায়ণের কাহিনী দ্বারা সত্য নারায়ণে পরিণত হওনি কেন ?

এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালে সত্য বাবার কাছে সত্য কথা শুনছ - এই হল নারী থেকে লক্ষ্মী, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। নিশ্চয়ই প্রজাও তৈরি হবে নাকি শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণ গিয়ে সিংহাসনে বসবেন ? দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তারপরে সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। ওখানে রাজাদের সৈন্য বাহিনী ইত্যাদি থাকেনা। সৈন্য ইত্যাদি বিকারী অপবিত্র রাজাদের থাকে। তাঁরা তো হলেন পবিত্র রাজা। সত্যযুগকে পবিত্র ভূমি বলা হয়, এই ভূমিকে বলা হয় অপবিত্র ভূমি। অনেক পুরানো পতিত হয়েছে। নতুনকে পুরানো হতেই হবে। শরীরও প্রথমে নতুন তারপরে পুরানো হয়। এই কথাতো বুদ্ধিতে থাকা উচিত তাইনা। মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেনা। তোমরা জানো উঁচু থেকে উঁচু শিববাবা মূলবতনে থাকেন। যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আত্মারা বিন্দু রূপে সেখানে বাস করে। কিন্তু বিন্দু রূপ দিলে তো কেউ বুঝবে কিভাবে ? বিন্দুর পূজো করবে কিভাবে ? শিব বাবার বিন্দু রূপের পূজা করবে কিভাবে ? কিভাবে তিলক লাগাবে ? বাবা অমরনাথেও গিয়েছেন। বাবা সমস্ত কিছু দেখে এসেছিলেন যে কিভাবে শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয় । বলা হয় সেখানে পার্বতীকে শঙ্কর অমর কথা শুনিয়ে ছিলেন। তাহলে পার্বতীর কি এমন দুর্গতি হয়েছিল যে ওনাকে বসে অমর কথা শুনিয়েছিলেন ? আসলে তোমরা সবাই হলে পার্বতী। তোমরা জন্ম - মরণের চক্রে আসো আর সদগতি পাওয়ার জন্যে অমরকথা শুনছ। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হল শিব লিঙ্গ কোথায় ? তখন তারা বলল যে শিবলিঙ্গ নিজের থেকে ভূমিষ্ঠ হয় । আরে, এটি কিভাবে সম্ভব ! সেখানে পায়রা দেখানো হয়। পায়রা বা পিজন কথা বলা কখনই শেখেনা। টিয়া পাখিকে কথা বলা শেখানো হয় তাই তারা বলতে শেখে। তারা কন্ঠস্থ করতে পারে। তোমরা জ্ঞান কন্ঠী গলায় পরো। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন শিব বাবা তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ দৃশ্যাঙ্কিত করতে বিষ্ণুর চারটি ভুজা দেখানো হয়েছে। এখানে মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচু থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজধানী তারপরে রাম-সীতার বংশ। এইরূপ পবিত্র বংশ সম্পূর্ণ হয়। তারপরে আরম্ভ হয় রাবণের রাজত্ব। তখন সবাইকে পতিত হতেই হয়। বাকি হ্যাঁ, পরের দিকে যে আত্মারা পৃথিবীতে আসে তাদের কিছু প্রভাব তো থাকেই। কারো হয় সতোপ্রধান প্রভাব, কারো হয় রজো-তমো প্রধান পার্ট । এই হল বেহদের ড্রামা। মানুষ তো মানুষ-ই হয়। বাকি সবকিছু হল পুতুলের পূজা। তোমরা সবাই হলে অভিনেতা বা অ্যাক্টর্স কিনা। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছ। পড়াশোনা দ্বারা মানুষ কত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করে। এইটিও হল পড়া, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো। এমন কোনো পড়া হয়না। ঐ প্রিন্স-প্রিন্সেস রা তো প্রালব্ধ নিয়ে আসে। তোমরা এখানে প্রালব্ধ তৈরি করছ। ভবিষ্যৎ সত্যযুগের জন্যে এই হল কত উঁচু এবং খুব সহজ নলেজ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। আমরা হলাম বেহদের বাবার সন্তান , ঈশ্বরীয় কোলে বসে আছি। ঈশ্বরীয় কোল কে ছাড়বে ?

অতএব এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে বুঝতে হবে। বাবা তো যথারীতি বসে বোঝাচ্ছেন। যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ গায়নে আছেন। সত্য-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ বলা হয়। যখন আসবেন তখনই

বর্সা দেবেন তাইনা। তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক দেবী-দেবতা হও। ভয়ের কোনো কথা নেই। এখানে তো কত ভয় থাকে - কেউ যেন আক্রমণ না করে। তোমাদের তো একেবারে নির্ভয় থাকতে হবে। শরীরকে কেউ মারতে পারে, আত্মাকে কি কেউ থোড়াই মারতে পারবে যে ভয় পাবে। নির্ভয় হওয়ার জন্যে খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। বাবাও নির্ভয়, তাই বাচ্চারাও নির্ভয়। শরীর গুলি বিদ্ধ হয় , আমি তো আত্মা ফিরে যাই বাবার কাছে, আমার কিসের ভয়। আমরা বসে আছি, ছাদ পড়ে গেল, আমরা চলে যাব বাবার কাছে। নির্ভয় হতে সময় লাগে। তোমরা হলে জগৎ অম্বার সন্তান শিব শক্তি সেনা। একজনের মহিমা তো হয়না । তোমরাও সাথে আছো। ইনি হলেন কমান্ডার। তোমাদের রুহানী ড্রিল শেখান। তোমরা হলে ওঁনার সন্তান। তোমরা হলে লাকি স্টার। এই সরস্বতীও হলেন লাকি স্টার। ব্রহ্মার কন্যা সন্তান কিনা। ঐ জ্ঞান সূর্যের চন্দ্রমা তো হলেন ইনি (ব্রহ্মা) তাইনা। কিন্তু তিনি মেল বা পুরুষ হওয়ার কারণে মাতাদের জ্ঞানের কলস প্রদান করা হয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার হৃদয় ও প্রাণ যুক্ত গভীর প্রেমের নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার গুলি ত্যাগ করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। কারো সঙ্গে বিদ্বেষ রাখবে না।

২) নির্ভয় হওয়ার জন্যে আত্ম-অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমরা হলাম শিব শক্তি সেনা বাহিনী, আমাদের তো সত্য খণ্ডের মালিক হতে হবে - এই নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান :- সূর্যমুখী ফুলের মতন জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে প্রকাশিত সদা সমুখ এবং সমীপ ভব

ব্যাখা: যেমন সূর্যমুখী ফুল সর্বদা সূর্যের সকাশের ঘেরায় অবস্থান করে। ফুলের মুখ সূর্যের দিকে থাকে, পাঁপড়ি গুলি সূর্য রশ্মির মতো গোলাকার হয়। তেমনই যে বাচ্চারা সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সমীপ এবং সমুখে থাকে, কখনও দূরে যায়না - তারা সূর্যমুখী ফুলের মতন জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে নিজেরাও জ্বলজ্বল করে আর অন্যদেরও প্রজ্বলিত করে।

স্লোগান - সর্বদা সাহসী হও এবং সবাইকে সাহস দাও তাহলে পরমাত্ম সহযোগ প্রাপ্ত করবে ।